

পা দা সাঁ সাঁ। না সাঁ সাঁ সাঁ। সাঁ সাঁ না দা। নদাঁ পাঁ পাঁ।
 প ল ল বে প ল ল বে পা • গ ল জা • গ ল

পা দা না দা। পাঁ দা পাঁ। মা পা মপদা পা। মা গা পা গা।।
 লা • ল স আ • ল স পা • • শ রি • "পো •"

[[সা সা গা মা। মা মা মা পা। গমা গা মা পা। গদা দা দা পা।
 উ দ য ঞ চ ল ত ল সা • জি ল ন ন্দ ন

পদা দা দা দা। না না সাঁ সাঁ। না সাঁ সাঁ সাঁ। নসাঁ না দপ।
 গ গ নে গ গ নে ব নে জা • গি ল ব ন্দ ন

পা দা না দা। পা পা দা পা। মা পা দা পা। মপা গা গা গা।
 ক ম ক কি র ৭ ঘ ন শো • ত ন জ ন্দ ন

মা গা দা দা। "পাঁ দপা মা। গা সাঁ সাঁ সাঁ। গা মাঁ পাঁ।।
 না • মি ছে না • র দ হ ন্দ • দ রা • • •

[[দা দা দা পা। গদা দা দা পা। মা গদা দা দা। না সাঁ সাঁ সাঁ।
 দ শ দি ক অ ঙ্গ গ নে দি গ ঙ্গ গ না • দ ল

দা দা দা দা। না না সাঁ সাঁ। না সাঁ সাঁ সাঁ। নসাঁ না দা পা।
 ধ নি ল ন্দ • জ ত রি শ ঙ্গ ষ হ ম ঙ্গ গ ল

পা দা দা সাঁ। সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ। না সাঁ সাঁ না। দা দা পা পা।
 চ ল রে • • চ ল চ ল ত র ৭ যা • জৌ দ ল

পা দা না দা। পাঁ দা পাঁ। মা পা মপদা দপা। মা গা পা গা।
 তু লি ন ব মা • ল জী মৃ • ন্দ জ রৌ • পো •

সা সাঁ পা গা। সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ। সাঁ সাঁ গা সাঁ। সাঁ পাঁ পাঁ।।
 হা • ল পো হা • ল বি ভা • • ব রৌ • • •

(প্রবাসীর জন্ম বিবিত)

শ্রীদীনেশনাথ ঠাকুর।

দেশের কথা

দেশের কথা আলোচনায় বাহা আমাদের প্রধান অব-
 লম্বন, দেশের সেই সংবাদপত্রসমূহ আজকাল যুদ্ধবিগ্রহের
 'গ্রেস-গুরো' নিয়াই ব্যতিব্যস্ত। কাজেই দেশের অনেক
 বেহুলে যুদ্ধের আঘাত প্রত্যক্ষভাবে লাগিতেছে, প্রসঙ্গতঃ
 সেইস্থলেরই 'বুলেটিন'টি বাষণা করিয়া দেশের প্রতি
 আপনাদের কর্তব্য শেষ করিতে অনেক পত্রিকাই
 প্রয়াসী। তৎস্বরে দেশের অজ্ঞাত বে দুইএকটি বার্তা
 ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহা বিজ্ঞাপন-বহুল সাপ্তাহিকের
 ক্রোড়পত্রের প্রয়োজনস্বিক্ত একখানটি চুবি বা জখমের
 সংবাদেরই স্থান নিতান্ত অসার। ফলে, দেশের কথা
 'বোড় বড়ি বোড়া' বা 'বাড়া বড়ি বোড়ের' আলোচনায়ই
 পর্যাবসিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্নাবধি বলিয়া
 আসিতেছি যে, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকগণ যদি
 স্থানীয় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, আমদানী, রপ্তানি,
 ইতিহাস, পুস্তকতত্ত্ব, সমাজহিতকর কার্য প্রভৃতির
 আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে
 একদিকে যেমন শুদ্ধাঙ্গা জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপা-
 ধান প্রস্তুত হইতে পারে, অত্রদিকে তাহা দেশের সম্বন্ধকা-
 ষরণ বিষয় কবার সুরে সম্মিলিত হইয়া সার্থকতা-
 লাভে সমর্থ হয়। পত্রিকা-প্রকাশের প্রস্তুত দায়িত্ব বৃদ্ধিয়া
 বেসকল পত্রিকা এবিধেই কিঞ্চিৎপ্রায় যত্নের পরিচয়
 দিয়া আসিতেছেন তাহারা যথার্থই দেশ-হিতৈষণার অগ্র-
 যুক্তরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য,
 এবং পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং এই অল্প-
 সংখ্যক পত্রিকারও দেশের প্রয়োজনানুসঙ্গ সংবাদের
 পরিমাণ তেমন বেশি দেখা যায় না। তবু ইহাদিগকেই
 সঙ্গ করিয়া আমাদের আলোচনাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার
 প্রয়োজন।
 ইতিপূর্বে 'অনার্সিট' ও 'বিশ্ববাসী' একটা হাফাকার
 উদায় সংগ্রহিত পঞ্জিকারও তর্জনীদ্বারা দুই এক ফাঁপা
 শাস্তিভুল দেশের অল্পে ছিটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু
 তাহাতে শাস্তি তো হয়ই নাই, বরং অনেকস্থলে উল্টা
 ফলেরই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। বুদ্ধ 'কাশীপুরনিবাসী'
 বলিতেছেন—

"পত গঠা পৌব হইতে আকান বেবাঙ্কর হইয়া ৬ই পর্যন্ত বর্ষা
 চলিয়াছে; ইহাতে ক্ষেত্রের ও গৃহস্থের বাড়ির কাটা গাল-বেগরা
 ধানগুলির ক্ষতি করিয়াছে।"

"পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী"তে প্রকাশ—
 "পত ২২শে তারিখ রবিবার রাত্রিতে ২৪ কৌটা বৃষ্টি হইয়াছিল,
 কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হয় নাই।"

কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইজেন্দেব একটু বুদ্ধবন্ত
 হইয়া সর্বনাশের পন্থা আরো বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন।
 কুমিল্লার 'ত্রিপুরা-হিতৈষী' বলিতেছেন—
 "অনেক দিনের পর পত রবিবার রাত্রি হইতে পঞ্জিকার
 অবিরল ধারায় বর্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। এইএকর অবিরত
 বাঁরিপাত-নিবন্ধন ধাত্র-ফসলের ও বড়-হিচালির অত্যধিক ক্ষতি
 হইয়াছে। অনেক গৃহস্থের কাটা বাজী আনিয়া ও অনেকের
 মাঠে বাঁকিয়া প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুরিবা প্রভৃতি
 নানারূপ রবিশস্ত ও অতিবৃষ্টিপাত-ফল দীর্ঘকাল হইয়াছে।"

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ'তে প্রকাশ—
 "সমস্ত দিন বৃহলধারে বর্ষা হইয়াছে। কৃষকের বার আনা কর্তিত
 পত্র বাড়িতে তু পাকারের ভিত্তিকাছে. আর চারি আনা পাকা ধান
 মাঠে ভাঙিতেছে। পত্র ছাপনের অল্প খাস নিলিখে না। • • •
 পাউরী বরিরও কতক ধনিই হইয়া গেল।"

সাধারণতঃ ডাকের বচনেও শোনা যায়—
 'যদি বর্ষে পৌষে।
 কড়ি হয় তুর্ষে।'
 বস্তত, 'তুর্ষে' 'কড়ি' হইবার সূচনা ইতিমধ্যেই স্থানে
 স্থানে দেখা গিয়াছে। মৈমনসিংহের 'চাক্রানিধি'র সংবাদ
 দিয়াছেন—
 "জলব যাজিত প্রায় জিনিসের মূল্য টাক-প্রতি এক আনা হইতে
 দুই আনা পরিমাণে বাড়িয়াছে।"
 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রকাশারীর কথা বলিতেছেন—
 'খাদ্য-দ্রব্য ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিল।'
 টাঙ্গাইলের 'ইসলাম-রবি' স্থানীয় বাণ্যারদর-প্রসঙ্গে
 বলেন—
 "চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, চিনি, মিস্তি, বরফা, বেশলাই
 প্রভৃতি সমস্ত জিনিসেরই মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।"
 'জ্যোতিঃ' চট্টগ্রামের অবস্থা জানাইতেছেন—
 "চট্টগ্রামে বাজ-স্বাধার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত
 হইয়াছে।"
 'মুনভূমে' প্রকাশ—
 "দেশী বিদেশী প্রায় সমস্ত জিনিসেরই দাম চড়িয়াছে।"
 কাঁথির 'নীহার' সংবাদ দিতেছেন—
 "পুরাতন খোটা চাল টাকায় ১/২ সের। নূতন চাল টাকায়